সমকাল

তারিখ ১৯ JUL 2016
পৃষ্ঠা কলাম

মতবিনিময় সভা

শিক্ষার্থীরা জঙ্গি অপশক্তি রুখবেই

জঙ্গিবাদ দমনে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার তাগিদ এসেছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভা থেকে। রোববার রাজধানীতে অনুষ্ঠিত এ সভা থেকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের নিয়ে কমিটি গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে। গুলশান ও শোলাকিয়ায় সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলায় নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের জড়িত থাকার তথ্য উঠে আসায় এ মতবিনিময় সভা বিশেষ গুরুত্ব পায়। মুক্তবুদ্ধির চর্চা রুদ্ধ করতে সক্রিয় ধর্মান্ধ চরমপন্থিদের মধ্যেও কয়েকজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর নাম এসেছে। এটা ঠিক যে, ধর্মান্ধ চরমপন্থায় সংশ্লিষ্ট থাকার তথ্য মিলেছে হাতেগোনা কয়েকজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সম্পর্কে। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত লাখ লাখ শিক্ষার্থী এসবের ধারেকাছেও নেই। মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসীর অপকর্মের কারণে তাদের বদনাম হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন প্রায় পাঁচ কোটি শিক্ষার্থীর দেশ। এই প্রজন্মই ২০১৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে অভাবনীয় গণজাগরণ সৃষ্টি করেছিল। তাদের রয়েছে অশেষ সম্ভাবনা। নতুন প্রজন্ম দেশপ্রেম ও মানবতার শিক্ষা পাবে, উচ্চ নৈতিক আদর্শ ও মূল্যবোধের শিক্ষা পাবে এবং অর্জিত শিক্ষা দেশ ও দশের কল্যাণে কাজে লাগবে—এটাই কাঙ্ক্ষিত। কেবল নির্ধারিত বিষয়ে পাঠদান নয়, ছাত্রছাত্রীদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা এবং সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিসহ শিক্ষাবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে যুক্ত রাখতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মুক্তবুদ্ধিচর্চার স্থান। এখানে শত মত ও পথ থাকবে, শত ফুল ফুটতে দিতে হবে। প্রত্যেককে তার মতো নির্ভয়ে ব্যক্ত করার সুযোগ করে দিতে হবে। ধর্মান্ধ অপশক্তি এটা চায় না। তাদের কাছে মানবিকতার স্থান নেই। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তারা বিশ্বাস করে না। বাংলাদেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি তাদের কাম্য নয়, বরং পশ্চাৎপদ অন্ধকার যুগে তারা টেনে নিতে চায় ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশকে। ইতিহাস থেকে আমরা জানি যে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে আমাদের ছাত্র-তরুণ দেশের ডাকে বারবার সাড়া দিয়েছে। প্রিয় স্বদেশ ভূমির স্বার্থের চেয়ে বড় কিছু নেই তাদের কাছে। আমরা নিশ্চিত যে, সময়ের দাবি তারা পূরণ করবেই। তাদের সঠিক নির্দেশনা প্রদানের দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজের। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর রয়েছে এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মতবিনিময় সভাকে আমরা এ লক্ষ্যেই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ মনে করি। এর ধারাবাহিকতায় দেশের সর্বত্র অনেক অনেক সভার আয়োজন হোক, যেখানে কেবল কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষকরা নয়, সব ছাত্রছাত্রীকেও আমন্ত্রণ জানাতে হবে।